ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 067 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৬৭ ● কলকাতা ● ২৬ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● বুধবার ● ১১ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোট এলেই আতঙ্কে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষ, নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ সম্পাদকের

নিজস্ব সংবাদদাতা | দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ভোট এলেই আতঙ্ক বাড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। নির্বাচন ঘনিয়ে এলেই সাধারণ মানুষের মনে দুশ্চিন্তা ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয় বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। বহু বছর ধরেই এই এলাকায় সাধারণ মানুষ ভয়ে সত্য কথা বলার সাহস পান না—ভোট দেওয়া তো দূরের কথা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রভাবশালী এক শ্রেণির নেতার মদতে ভোটের আগে থেকেই শুরু হয় হুমকি ও ভয় দেখানোর রাজনীতি। বন্দুকের নল দেখিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করা, ভোটের পর বাড়িঘর লুটপাট, মাছের ভেড়ি দখল, জমি কেড়ে নেওয়ার মতো অভিযোগ বহুবার উঠেছে। বিরোধী মতের অস্তিত্ব এই এলাকায় কার্যত নেই বললেই চলে বলে দাবি বাসিন্দাদের।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই বসবাস করেন দৈনিক পত্রিকা "রোজ দিন"-এর সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর পরিবারকে লক্ষ্য করে চলছে অত্যাচার, মানসিক নিপীড়ন ও হুমকি। জোরপূর্বক জমির আল কেটে মাটি সরিয়ে নেওয়া, রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, মাতালদের উৎপাত—এসব ঘটনা নিত্যদিনের বলে অভিযোগ তাঁর। সম্পাদকের আরও দাবি, তাঁর পুকুর বা মাছ চাষের ভেড়িতে প্রতি বছর বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয়। ভোট পরবর্তী হিংসার সময়েও তাঁকে নানা ভাবে হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

জমি দখলের উদ্দেশ্যে নকল ভোটার কার্ড তৈরি করে পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় ভুয়ো ওয়ারিশান সার্টিফিকেট বানানোর চেষ্টা হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এই ষড়যন্ত্রের পিছনে স্থানীয় দুষ্কৃতী ভৈরব মণ্ডল ও তার দলবল জড়িত বলে দাবি করেছেন মৃত্যুঞ্জয় সরদার।

এই সমস্ত ঘটনার বিষয়ে তিনি একাধিকবার পুলিশ প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানালেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এমনকি এফআইআর পর্যন্ত নথিভুক্ত করা হয়নি বলে তাঁর দাবি। উল্টে দুষ্কৃতীদের তরফে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।

সম্পাদকের দাবি, তিনি নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কা জানিয়ে পুলিশের কাছে বহুবার নিরাপত্তার আবেদন করেছেন। এমনকি হাইকোর্ট থেকেও নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও পুলিশ সেই নির্দেশ কার্যকর করেনি বলে অভিযোগ। জীবনতলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে নিরাপত্তা বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি নাকি জানিয়েছেন, "হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এলে তবেই নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।"

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, যেখানে একজন সংবাদপত্রের সম্পাদকই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কতটা ভয়াবহ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ভোটের দাবি কতটা বাস্তবায়িত হবে—তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার Gyanesh Kumar যখন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ভোটের কথা বলছেন, তখন দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই চিত্র প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করছে।

পর্ব 226

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

গুরু অনেক উপরের স্তরে বলেন, মানুষ যদিও পশু-পক্ষীর ভাষা বোঝে না, পশুপক্ষী মানুষের ভাষা বুঝে যায়। তারা অধ্যয়ন করে মানুষের আভামণ্ডলের। ঐ আভামণ্ডলের উপর মানুষের চৈতন্যের পড়া প্রভাবের সাহায্যে তারা মানুষের ভাষা বুঝে যায়।

ক্রমশঃ

একটাও বৈধ ভোটার বাদ যাবে না', 'সুপ্রিম' ভরসা দিলেন প্রধান বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে আগাম পিটিশনে বিরক্তি প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত রাজ্যের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামীকে বললেন, আগাম পিটিশন ভুল বার্তা দেবে। একইসঙ্গে আইনজীবী তথা তৃণমূলের সদ্য জয়ী রাজ্যসভার সাংসদ গুরুস্বামীকে প্রধান বিচারপতি বলেন, "আগাম পিটিশনের মাধ্যমে বার্তা যাচ্ছে, আপনারা সিস্টেমে ভরসা রাখতে পারছেন না।" পিটিশন ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যও গুরুস্বামীকে বার্তা দেন প্রধান বিচারপতি। এই পরিস্থিতিতে এদিন সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, দ্রুত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা বের করতে হবে। এদিন সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে ট্রাইবুনাল থাকবে। তাতে অনেক বিচারপতি থাকবেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করবে ECI। একইসঙ্গে তিনি বলেন, কোনও বৈধ ভোটার বাদ যাবে না। এসআইআর সংক্রান্ত মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। তারই মধ্যে সোমবার ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। গতকাল মেনকা গুরুস্বামী বলেছিলেন, "ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। নথিও রেকর্ড করা হয়নি।

তাঁরা আগে ভোট দিয়েছেন, এখন তাঁদের নথি নেওয়া হচ্ছে না।" রাজ্যের এই নতুন আবেদন নিয়েই এদিন শুনানিতে CJI বলেন, "হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, ১০ লক্ষ কাজ হয়ে গিয়েছে। জুডিশিয়াল অফিসারদের কোনও প্রশ্নের মুখে ফেলবেন না, আমি কড়াভাবে বলছি।" এর পরই 'সুপ্রিম' ভরসা দিয়ে তিনি বলেন, "জুডিশিয়াল অফিসাররা কাজ করছেন। যাঁরা জেনুইন, তাঁদের যুক্ত করা হবে।" রাজ্যের নতুন আবেদনে বিরক্তি প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, "এই পিটিশন প্রিম্যাচিওর।" পিটিশন প্রত্যাহার করে নিতে গুরুস্বামীকে বার্তা দেন। সিজেআই বলেন, ভোটের আগে এই কাজ শেষ হয়ে যাবে।

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এদিন অবশ্য বলে, "আমরা প্রয়োজনে এই আবেদনের প্রেক্ষিতে অবমাননার নোটিস দিতে পারি। যে পরিস্থিতি এসেছে, তাতে আমরা সব পক্ষকে সন্দেহের আওতায় রাখছি।" সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জুডিশিয়াল অফিসাররা অমীমাংসিতের তালিকা খতিয়ে দেখছে। এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, "রাজ্য ও নির্বাচন কমিশনকে সবরকমভাবে জুডিশিয়াল অফিসারদের সাহায্য করতে হবে। যখন জুডিশিয়াল অফিসারদের লগ-ইন আইডি লাগবে, তখনই ইসিআইকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।" অমীমাংসিতদের তথ্য খতিয়ে দেখা শুরু হলেও সাপ্লিমেন্টারি তালিকা বের কেন করা হচ্ছে না, এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

কমিশনের বৈঠকে হাজির হলেন না জাভেদ, ক্ষেপে লাল জ্ঞানেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য ও কমিশনের কাজে খুশি নন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। জেলায় জেলায় ডিএমদের আরও নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে। সোমবারের বৈঠকে বেঙ্গল এসটিএফের এডিজি জাভেদ শামীমের আসার কথা থাকলেও তিনি বৈঠকে যোগ দেননি। সূত্রের খবর, তার উপস্থিত না হওয়ার জন্য বিষয়টিকে কড়া ভাবে দেখতে চলেছে কমিশন।সোমবারের বৈঠকের পর কমিশন সূত্রে খবর, মঙ্গলবার প্রথম দফায় রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি ও পুলিশ কমিশনার সঙ্গে বৈঠকে বসবে ফুল বেঞ্চ। সোমবারের বৈঠকে তারা যা তথ্য পেয়েছে তাতে ভোট এই রাজ্যে করার পরিবেশ রয়েছে বলে তারা মনে করছে। তাই দিল্লি ফিরে গিয়ে আগামী সপ্তাহে ভোটের দিনক্ষণ এই রাজ্যের জন্য ঘোষণা করতে পারে কমিশন। তবে এক দফায় ভোট নাকি, একাধিক দফায় ভোট সে ব্যাপারে দিল্লি ফিরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। কমিশন সূত্রে আরও খবর, কম সময়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার পথেই এগোচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

বাংলার বিধানসভার ভোট নিয়ে এদিন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ২৪টি সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে জ্ঞানেশের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সূত্রের

এরপর ৩ পাতায়

আজই রাজ্যে আসছেন আরএন রবি! বৃহস্পতিবার শপথগ্রহণ বাংলার নতুন রাজ্যপালের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আজই রাজ্যে আসছেন নয়া রাজ্যপাল আর এন রবি। আগামিকাল বৃহস্পতিবার শপথ গ্রহণ। এদিকে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধর্নায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এখনও অবধি ইঙ্গিত নেই ধর্না অবস্থান প্রত্যাহার করার। শীঘ্রই উঠবে এমন ধারণা কেউ দিতে পারছে না। এই অবস্থায় নতুন রাজ্যপালের শপথ অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

যাওয়া নিয়ে জল্পনা অব্যাহত।প্রসঙ্গত, সরকারি প্রোটোকল অনুযায়ী রাজ্যপালের শপথ কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থাকার কথা। কিন্তু এই অবস্থায় প্রথা মেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালের শপথে আদৌ হাজির থাকেন কিনা সেই প্রশ্নেই ঝুলছে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন। কারণ SIR ইস্যুতে লাগাতার তিনি আক্রমণ শানাচ্ছেন কেন্দ্রকে। এটাই যে এই মুহূর্তে তার প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচী সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন নানা ভাবে। তাই ভোটমুখী বাংলায় রাজ্যপালের শপথে এবার নজর

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

আজই রাজ্যে আসছেন আরএন রবি! বৃহস্পতিবার শপথগ্রহণ বাংলার নতুন রাজ্যপালের

থাকবে রাজনৈতিক মহলেরও। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) রাজভবনে শপথগ্রহণ করবেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল আরএন রবি। আজ মঙ্গলবারই কলকাতায় পা রাখবেন তিনি। এরপর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে শপথগ্রহণ করবেন তিনি। কিন্তু সেই শপথে কি থাকছেন মমতা? বস্তুত, কেন আগের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে সরানো হল তা নিয়ে রোজ তোপ দাগছেন তিনি। এর যাবতীয় তথ্য উদঘাটন করবেন বলেও জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি নতুন রাজ্যপালের নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কেন্দ্র আলোচনা করেনি বলেও তিনি আগেই জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ যে তামিলনাড়ু নয় সে কথাও নানা মন্তব্যে ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।

গত বৃহস্পতিবার সিভি আনন্দ বোসের ইস্তফার পরেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে ঘোষিত হয়েছে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল পদে থাকা আরএন রবির নাম। কিছুক্ষণেই সমাজ মাধ্যমে মমতা লিখেছিলেন, "পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী সিভি আনন্দ বোসের পদত্যাগের খবরে আমি স্তম্ভিত এবং গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। এই মুহূর্তে তাঁর পদত্যাগের কারণ আমার জানা নেই। তবে, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে, রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কিছু রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য রাজ্যপাল যদি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চাপের মুখে পড়েন তবে আমি অবাক হব না।"

(২ পাতার পর)

আজই রাজ্যে আসছেন আরএন রবি! বৃহস্পতিবার শপথগ্রহণ বাংলার নতুন রাজ্যপালের

খবর, বৈঠকে বেছে বেছে রাজ্যের আধিকারিকদের নিশানা করেন জ্ঞানেশ। বাংলাকে তিনি যে 'দুয়োরানির' চোখেই দেখেন তা স্পষ্ট করে দেন নির্বাচন কমিশনকে দেশের সিংহভাগ মানুষের চোখে 'বিশ্বাসযোগ্যহীন সংস্থায়' পরিণত করার মূল কারিগর।

সূত্রের খবর, বৈঠকে রাজ্যের আধিকারিকদের উদ্দেশে জ্ঞানেশ বলেন, 'যদি কেউ ভাবেন, দেড় মাসের জন্য কমিশন সক্রিয়, তার পরে আর নয়, তা হলে সেটা একেবারে ভুল ভাবনা। ইচ্ছাকৃত গরমিল বা গাফিলতি প্রমাণ হলে, এমন জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে, যেখান থেকে ফেরার সুযোগ থাকবে না।' রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সব জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন জ্ঞানেশ বাহিনী। সূত্রের খবর, বেঙ্গল এসটিএফের এডিজি জাভেদ শামীম সম্পর্কে যাবতীয় খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

ব্রাহ্মণ পরিবারের ২ কোটি ভোট দিদির কাছে যাবে', বললেন ব্রাহ্মণ সমাজের প্রেসিডেন্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্নার আজ মঙ্গলবার (১০ মার্চ) পঞ্চম দিন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ মমতার ধর্নামঞ্চে আসছেন। পঞ্চমদিনে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সমাজের ২ প্রতিনিধি হাজির হয়েছিলেন। পাশাপাশি শিখ সম্প্রদায়ের বহু মানুষও হাজির হয়েছেন এই ধর্নামঞ্চে।চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে লক্ষ লক্ষ ভোটারদের নাম। এর প্রতিবাদে ধর্মতলায় ধর্নায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবারই মমতা বলেছেন, জীবিত থেকেও ভোটার তালিকায় 'মৃত'

এরপর ৬ পাতায়

কেন দ্রুত বৈঠক ডেকেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শেষ হওয়ার পরই নবান্নে তড়িঘড়ি বৈঠক ডেকেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী । জেলার জেলাশাসক , পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকদের নিয়ে এই বৈঠকে মূলত নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও কমিশনের নির্দেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়।সোমবার সন্ধ্যায় আবার কমিশনের তরফে বার্তা দেওয়া হয়, নির্বাচনের সময় কোনওভাবেই বোমা বা আগ্নেয়াস্ত্রের ঘটনা যেন সামনে না আসে। জেলাশাসকদের বারবার সতর্ক করা হয়। কোন জেলায় কাজ করতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে কি না, সেটাও জানতে চায় কমিশন। এই বৈঠক শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখ্যসচিব আবার জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন।সোমবার হওয়া এই বৈঠকে রাজ্যের নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়েও বিস্তারিত খোঁজ নেন মুখ্যসচিব।

কেন দ্রুত বৈঠক ডেকেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ?

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের বৈঠকে যে নির্দেশ এবং পর্যবেক্ষণ সামনে এসেছে, সেগুলো নিয়েই মূলত আলোচনা হয়। কমিশনের বৈঠকের পর মুখ্যসচিবকে (N a n d i n i

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে কোমর কষে ঝাঁপাল তৃণমূল

নির্বাচন কমিশন জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার প্রক্রিয়া শুরু করল তৃণমূল। বেশ কয়েকদিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট আনার কথা বলেছিলেন। সেই নিয়ে আলোচনা চলার কথাও জানিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।ইমপিচমেন্ট আনার জন্য সমমনোভাবাপন্ন দলগুলোর কাছে সই চাইতে হবে। সেখানেও নিজেদের কৌশল বজায় রাখবে তৃণমূল। ইন্ডিয়া জোটে থাকা দলের সাংসদদের কাছে প্রথম যাবে তৃণমূল। তাঁরা সই করলে তৃণমূলের একটা আলাদা জায়গা তৈরি হবে। কিন্তু সই না করলে সেই সকল দলের বিজেপি বিরোধীতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবে তৃণমূল। SIR প্রক্রিয়া নিয়ে সকল বিরোধী দলগুলি বিরোধিতা করলেও কাউকেই তৃণমূলের মতো প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। SIR-র আক্রন্তদের নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে গিয়েছিল তৃণমূল। তেমন প্রতিবাদে অন্য কোনও দলকে যেতে দেখা যায়নি।এবার সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, সোমবার মধ্যরাতে তৃণমূলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে ইমপিচমেন্ট আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইমপিচমেন্ট আনতে ১০০ সাংসদের সাক্ষর দরকার। সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে তৃণমূলের ৪১ জন সাংসদ রয়েছেন। ফলে ইমপিচমেন্ট আনতে হলে প্রয়োজন আরও ৫৯ সাংসদের সাক্ষর। তাই অন্য রাজনৈতিক দলের কাছে যাচ্ছে তৃণমূল। ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে থাকা অন্যান্য সাংসদদের থেকে সই সংগ্রহ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে সংসদে এই প্রস্তাব আনা হতে পারে বলে খবর।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

নদীর তীরে দ্বীপ হেদিয়া হেদিয়াতে সে সময় জঙ্গল ছিল আর সেই জঙ্গল হাসিল করে নদীর তীরে বসবাস গরে তোলে | এখানকার জোরদার জমিদার হয়ে উঠেছিল আমার পিতৃ পুরুষরা, তবে ইংরেজ শাসন কালে ইংরেজদের সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে সে সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেছিল। তার ফলে পথে বস্তে হয়েছিল সরদার পরিবার সকলকে। ছোটবেলায় আমার পিতা ও জ্যাঠামশাই অর্ধেক দিন অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছিল। এ ঘটনা পাড়া-প্রতিবেশী সকলের জানা, তবে আমরা দুবেলা-দুমুঠো নুন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

কেন দ্রুত বৈঠক ডেকেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ?

Chakraborty) রিপোর্ট দেওয়ার একটি নিয়ম রয়েছে। সেই কারণেই দ্রুত এই বৈঠক ডাকা হয়।

বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়? বৈঠকে জেলার নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়। বিশেষ করে বেআইনি অস্ত্র, মদ এবং বেআইনি টাকা লেনদেনের বিরুদ্ধে কড়া নজরদারি করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন বলে সূত্রের খবর। এই ধরনের বেআইনি কাজ দেখলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের সতর্ক করা হয়েছে।

মুখ্যসচিব বৈঠকে জানতে চান কমিশনের নির্দেশ ঠিক কী এবং সেই অনুযায়ী প্রশাসন কীভাবে কাজ করবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে যাতে স্বাভাবিক আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং কমিশনের নির্দেশ ঠিকভাবে কার্যকর হয়, সেটাই ছিল এই বৈঠকের মূল বিষয়।

এর আগে সোমবার সকালে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে বাংলায় ভোটের সময় কেন এত হিংসার ঘটনা ঘটে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। জ্ঞানেশ কুমার বলেন, অন্য রাজ্যে ভোটের সময় এত অশান্তি দেখা যায় না। কিন্তু বাংলায় প্রায়ই এই অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও কমিশনের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করেছে বলেও তিনি জানান।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কালীর একটি মূর্তিরূপের উল্লেখ মহাভারতে আছে, সেটা সংস্কৃতভাষায় কালীর মূর্তিরূপের আদিমতম বর্ণনা। শিনের বই থেকে মহাভারতের সৌপ্তিকপর্বের প্রাসঙ্গিক অংশটুকুর ইংরেজ অনুবাদ উদ্ধৃত করছিঃ

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সাধকদের মধ্যে নিরাসক্তির সমস্যা সব পুণ্য আত্মাদের আমার নমস্কার,

(শেষ পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তাদের জন্য এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে যারা আসতে চলেছে সেই প্রজন্ম এই *উর্জা ধ্যানের* উপকার পেতে পারে। আর এটা আমাদের জানাই নেই যে আমাদের এই *পবিত্র প্রয়াসের দ্বারা লক্ষ লক্ষ আত্মা ভবিষ্যতে লাভবান হবে*। আর তাদের লাভান্বিত হওয়ার মাধ্যম আমরা হতে চলেছি।

আত্ম সাক্ষাৎকার পাওয়া এক জীবন্ত ঘটনা। আজ পর্যন্ত ইতিহাসে এই ঘটনা কেবলমাত্র জীবন্ত গুরুর মাধ্যমেই ঘটত এবং তার উপকারও গুরুর কেবল এক শিষ্যই নিতে পারতেন। অর্থাৎ গুরু নিজের জীবনকালে কেবল এক শিষ্যকে নির্বাচন করে তাঁকে নিজের উর্জা শক্তি প্রদান করে শরীর ত্যাগ করতেন। কারণ এই প্রক্রিয়া করবার সময় গুরুর উর্জার সাথে তাঁর প্রাণ উর্জাও সমাপ্ত হয়ে যেত। এরকম প্রায় *৮০০ বছর* ধরে চলেছিল কিন্তু কোন এক সময় দেখা গেল যে একই গুরুর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ আত্মাদের এই আত্মসাক্ষাৎকার হতে পারছে। ফলে এই পবিত্র কার্যের জন্য ওই গুরুকে মাধ্যম রূপে অধীকৃত করা হলো। এটা এজন্য করা হলো কারণ তাঁর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত পৌছানোর পরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। কারণ উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছাতহবে। আত্ম সাক্ষাৎকার করানো এক *অতি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া।* এতে গুরু যখন নিজের উর্জা শিষ্যকে প্রদান করেন তখন তার শরীরের ত্যাগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য গুরু এটা ততক্ষণ করান না যতক্ষণ না এটা করবার জন্য তাঁকে *অধীকৃত* করা না হয়। আর *অধীকৃত* করবার যোগ্য কোন শরীররূপী শিষ্য না পাওয়ার জন্য গুরু শক্তিরা পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত এই আত্মিক অনুভূতির সংস্কার পৌঁছানোর জন্য শ্রীমঙ্গল মূর্তির রাস্তা বেছে নিয়েছেন। যাতে এই জ্ঞানের গঙ্গা আরো ৮০০ বছর পর্যন্ত নিরন্তর বইতে থাকে। শ্রীমঙ্গল মূর্তিগুলোতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় এই *সংকল্প* করা হয়, যে কোন সাধক *সম্পূর্ণ সমর্পণভাবের* সাথে এখানে আত্মসাক্ষাৎকার পেতে চাইবে সে প্রাপ্ত করতে পারবে।

হতে পারে এই সমর্পণভাবের স্থিতি সাধকের একবারে ই না হতে পারে।, তাহলেও তাতে নিরাশ হলে হবে না। বারবার চেষ্টা করতে হবে ।একদিন অবশ্যই সাধকের আত্ম সাক্ষাৎকার শ্রীমঙ্গল মূর্তির মাধ্যমে পাওয়া হবে। কারণ এই পবিত্র উর্জার জন্যই তাকে সাধক বানানো হয়েছে। একবার আত্ম সাক্ষাৎকার পাবার পর আপনার সমস্ত চিত্ত ভিতরে চলে যায় , আপনার সমস্ত চিন্তা বন্ধ হয়ে যায়। আর পরমাত্মা আমারই ভিতরে আছেন এই অনুভব হতে থাকে। *পরমাত্মার খোঁজ সমাপ্ত হয়ে যায়*, আর জীবনে এক সম্পূর্ণ সমাধান লাভ হয় যে আমি পরমাত্মা কে পেয়ে গেছি। এর পরে *আর কিছু পাওয়ার ইচ্ছা বাকি থাকে না।* কিছুদিন সাধনা করার পর আত্মার এক নিরাসক্ত ভাব এসে যায়। কিন্তু সাধকের এ সময় ধ্যান করতে হবে । এই *নিরাসক্তির ভাব* ভেতরের হোক বা আত্মার হোক কিন্তু শরীরের স্তরে নিরাসক্ত হওয়া উচিত নয়।

যে *মা-বাবার* জন্য এই শরীর পাওয়া গিয়েছে তাঁদের প্রতি আপনার কর্তব্য রয়েছে। পরিবারে থাকলে *পরিবারের প্রতি* নিজের কর্তব্য রয়েছে। ভাইবোনের প্রতিও আলাদা কর্তব্য রয়েছে । সামাজের প্রতি, নিজের দেশের প্রতি ও কর্তব্য রয়েছে, *মানবতার প্রতি আলাদা কর্তব্য রয়েছে*, এই সমস্ত কর্তব্যের পালন সাথে সাথে করতে হবে।

আমাদের আদর্শ সেই ঋষি হওয়া উচিত যিনি গৃহস্থ ছিলেন, আবার সমাজেও জুড়ে ছিলেন। তাঁরা জীবনে যতই আধ্যাত্মিক প্রগতি করুন তাঁদের সমস্ত কর্তব্য এক সন্তুলিত অবস্থায় থেকে পালন করেছেন। তাঁরা কখনো পরিবার এবং সমাজকে ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে যাননি, সবার মধ্যে ছিলেন কেবলমাত্র শরীরে, কিন্তু আত্মিক রূপে তো নিরাসক্তই ছিলেন। আমাদেরও *কমলফুলের* মত হতে হবে, যার একটা ডাঁটা কাদার মধ্যে থাকে, কিন্তু কাদার এক বিন্দুও কমল ফুলের উপর থাকে না। আমাদের পরিবার ও সমাজে থেকে আধ্যাত্মিক প্রগতি করতে হবে। জীবনে *গুরুর দরকার এ জন্য যে* তিনি সাধকের আধ্যাত্মিক প্রগতির সাথে সাথে সাধকের *সন্তুলনেরও* খেয়াল রাখেন। মাঝে মাঝে দরকারি মার্গ দর্শন করান। কিছু সাধক সাধিকার জীবনে এরকম নিরাসক্তির ভাব জেগেছে -এটা গহন ধ্যান অনুষ্ঠানের সময় অনুভব হল। সেজন্য এসব কথা বলছি ।আমিও মার্গ দর্শন করিয়ে নিজের কর্তব্য পূর্ণ করছি।

আপনাদের অনেক অনেক আশীর্বাদ।

আপনাদের নিজের

বাবা স্বামী

১২/২/২৬

হিমালয় সমর্পণ ধ্যানস্থলী

গান্ধী নগর, গুজরাট, ভারত

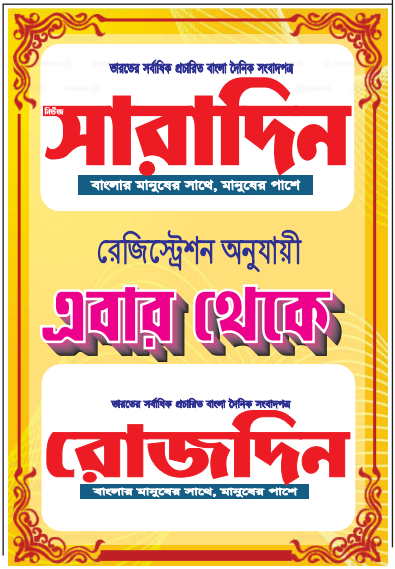

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রেলের অতিরিক্ত লাইন বসানোর দুটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে, এই প্রকল্পের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের পাঁচটি জেলার নাগরিকরা উপকৃত হবেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি আজ রেল মন্ত্রকের দুটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে ব্যয় হবে প্রায় ৪,৪৭৪ কোটি টাকা। এই প্রকল্পগুলি হল –

(ক) সাঁইথিয়া ও পাকুড়ের মধ্যে চতুর্থ লাইন

(খ) সাঁতরাগাছি ও খড়্গপুরের মধ্যে চতুর্থ লাইন

অতিরিক্ত লাইন বসানোর ফলে ভারতীয় রেলের পরিষেবা আরও ভরসাযোগ্য ও উন্নত হবে। এই প্রকল্পগুলি ট্রেনের অতিরিক্ত চাপ কমাতে সাহায্য করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারত গড়ার পরিকল্পনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সাধিত হবে। ফলস্বরূপ, ঐ অঞ্চলে আরও বেশি কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভর হয়ে ওঠার সুযোগ তৈরি হবে।

পিএম-গতি শক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হবে। এগুলি পরিকল্পনা করার সময় পণ্য পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি যাত্রী ও পণ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আরও বেশি সহায়ক হবে।

এই দুটি প্রকল্পের সুফল পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের পাঁচটি জেলার জনগণ পাবেন। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে ভারতীয় রেলে আরও ১৯২ কিলোমিটার রেললাইন যুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ৫,৬৫২টি গ্রামের ১ কোটি ৪৭ লক্ষ নাগরিক এর ফলে উপকৃত হবেন। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে বোলপুর-শান্তিনিকেতন, পটচিত্র গ্রাম, ধাদিকা বনাঞ্চল, ভিমবাঁধ অভয়ারণ্য, রামেশ্বর কুণ্ড, দুটি শক্তিপীঠ – নন্দীকেশ্বরী মন্দির ও তারাপীঠ মন্দির যেতে আরও সুবিধা হবে।

এই প্রকল্পগুলি কয়লা, পাথর, ডলোমাইট, সিমেন্ট, জিপসাম, লোহা, ইস্পাত, খাদ্যশস্য সহ বিভিন্ন সামগ্রী পরিবহণে আরও সহায়ক হবে। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি বছর আরও ৩ কোটি ১০ লক্ষ টন পণ্য পরিবহণ করা যাবে। পরিবেশ-বান্ধব রেল পরিবহণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে দেশে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা রূপায়ণে আরও একধাপ এগোনো সম্ভব হবে। দুটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ৬ কোটি লিটার কম তেল আমদানি করা যাবে। এছাড়াও, ২৮ কোটি কেজি কম কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসৃত হবে। ১ কোটি গাছ এই পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রতি বছর শোষণ করে।

(৩ পাতার পর)

ব্রাহ্মণ পরিবারের ২ কোটি ভোট দিদির কাছে যাবে', বললেন ব্রাহ্মণ সমাজের প্রেসিডেন্ট

ভোটারদের কয়েকজনকে তিনি নিয়ে আসবেন এই মঞ্চে। সেইমতো শনিবার তাঁদের মঞ্চে তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে সাংস্কৃতিক জগতের মানুষও হাজির হয়েছেন তার ধর্নামঞ্চে। পঞ্চম দিনেও তা অব্যাহত রয়েছে।এদিন ব্রাহ্মণ সমাজের প্রেসিডেন্ট ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় বলেছেন, তাঁদের ৪টি সংগঠন আছে বাংলায়। বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ সমাজ মাসে অনুদান পাচ্ছে। বাংলাতে ২ কোটি মানুষ ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সেই দু'কোটি মানুষের ভোট, নিশ্চিতরূপে দিদির কাছে যাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মহান নেত্রী বলে জানান তিনি। পাশাপাশি বলেছেন তাঁদের অধিকারের জন্য সময় দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন ধর্নামঞ্চে বসেই তুলি হাতে তুলে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্যানভাসে ছবি আঁকতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ছবির কেন্দ্রে বড় করে ইংরেজি অক্ষরে লেখা এসআইআর। সেই ছবিতেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কটাক্ষ করে তিনি লিখলেন, 'ভ্যানিশ কুমার'। মঙ্গলবার ধর্নামঞ্চে এমনই এক ভিন্ন দৃশ্য দেখা গেল। ছবির মধ্যে ইংরেজি হরফে এসআইআর লিখে তার পাশেই কটাক্ষের সুরে 'ভ্যানিশ কুমার' লিখে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর এই ছবি আঁকার মুহূর্ত ঘিরে ধর্নামঞ্চে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায়।

জল জীবন মিশন (জেজেএম) এর - মেয়াদ ২০২৮ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সবুজ সংকেত, বরাদ্দ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত, জেজেএম ২.০ রূপায়িত হবে নতুন কাঠামোগত ভিত্তিতে

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ, ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ জল জীবন মিশনের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে জলশক্তি মন্ত্রকের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। পরিকাঠামো নির্মাণ থেকে পরিষেবা প্রদান, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং ধারাবাহিকভাবে গ্রামীণ পরিবারগুলিতে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ – সবক্ষেত্রেই কার্যকর নতুন ও উন্নততর কাঠামোগত ভিত্তিতে কাজ এগিয়ে চলবে।

কর্মসূচির মেয়াদ ২০২৮ –এর ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এজন্য মোট বরাদ্দ বাড়িয়ে ৮.৬৯ লক্ষ কোটি টাকা করা হচ্ছে। কেন্দ্রের তরফে সহায়তার পরিমাণ ২০১৯-২০-তে অনুমোদিত ২.০৮ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হবে ৩.৫৯ লক্ষ কোটি টাকা।

নতুন ব্যবস্থাপনায়, জাতীয় স্তরে একটি অভিন্ন ডিজিটাল কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে – যার নাম "সুজলম ভারত"। এর আওতায় প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি অনন্য সুজল গ্রাম পরিষেবা অঞ্চল আইডি গড়ে উঠবে। তার ফলে উৎস থেকে পরিষেবা প্রদান স্থল পর্যন্ত সমগ্র ব্যবস্থাপনার ডিজিটাল মানচিত্রায়ন সম্ভব হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গ্রামের জল সরবরাহ সমিতিগুলির দায়বদ্ধতা বাড়াতে "জল অর্পণ" নামে একটি কর্মসূচির সূচনা হবে।

কাজ সম্পন্ন হলে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দিষ্টভাবে তা ঘোষণা করবে। "হর ঘর জল" নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিও থাকছে। বিষয়টি এগিয়ে নিতে যেতে গোষ্ঠীগত উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বার্ষিক ভিত্তিতে "জল উৎসব" – এর আয়োজন হবে।

২০১৯-এ ৩.২৩ কোটি গ্রামীণ পরিবারে (১৭ শতাংশ) নলবাহিত জলসংযোগ ছিল। জলজীবন মিশনের আওতায় আরও ১২.৫৬ কোটি গ্রামীণ পরিবারে এই সংযোগ পৌঁছেছে। বর্তমানে দেশের রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মাধ্যমে চিহ্নিত ১৯.৩৬ কোটি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ১৫.৮০ কোটি পরিবারে (৮১.৬১ শতাংশ) নলবাহিত জলসংযোগ রয়েছে।

শুধুমাত্র বস্তুগত সাফল্যের মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ নেই। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে জল জীবন মিশনের সুবাদে জল বয়ে আনার কাজ থেকে মুক্তি পেয়েছেন ৯ কোটি মহিলা। তাঁরা অন্য অর্থকরী কাজে যুক্ত হতে পারছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী জল জীবন মিশনের সুবাদে দৈনিক ৫.৫ কোটি কর্মপ্রহর বেঁচে যাচ্ছে। ডায়ারিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা কমানো গেছে ৪ লক্ষ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। নোবেল জয়ী প্রফেসর মাইকেল ক্রেমার-এর হিসেব অনুযায়ী ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যু কমেছে ৩০ শতাংশ। আইআইএম ব্যাঙ্গালোর এবং ইন্টার ন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশনের সমীক্ষা অনুযায়ী জেজেএম-এর সুবাদে প্রত্যক্ষভাবে ৫৯.৯ লক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ২.২ কোটি কর্মবর্ষ তৈরী হওয়ার কথা।

জেজেএম ২.০, বিকশিত ভারত@২০৪৭ - এর স্বপ্নপূরণে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠতে চলেছে অবশ্যই।

সিনেমার খবর

সমালোচনার জবাব দিলেন আলিয়া ভাট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত ৭৯তম ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ডস (বাফটা) অনুষ্ঠানে উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে অভিনেত্রীর উপস্থাপনায় কথা বলার ধরন নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়েছে। এবার সেই সমালোচনার জবাব দিলেন আলিয়া ভাট।

অনুষ্ঠানের লাল গালিচায় আলিয়াকে একটি সিনেমার নাম বলতে বলা হয়েছিল, যার ক্লাইম্যাক্সে দারুণ মোড় বা 'প্লট টুইস্ট' রয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার সময় আলিয়ার কিছু মুহূর্তের ভিডিও ক্লিপ বর্তমানে ইন্টারনেটে ভাইরাল। সেখানে লালগালিচায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তার কথা বলার ধরন ও অভিব্যক্তি নিয়ে নেটদুনিয়ায় ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। নেটিজেনদের একটি বড় অংশের দাবি— কথা বলার সময় আলিয়া অতিরিক্ত অভিনয় বা 'ওভার অ্যাক্টিং' করেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের সমালোচনায় দেখা গেছে, উত্তর দেওয়ার সময় আলিয়া ভাটের মুখভঙ্গি অস্বাভাবিক ছিল এবং তিনি অহেতুক নাটকীয়তা করেছেন। দীর্ঘক্ষণ ভেবে আলিয়া 'গন গার্ল' সিনেমাটির নাম নিলেও তার সেই সময়ের অভিব্যক্তি নিয়ে ট্রল থামছে না।

বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ঝড় উঠলেও চুপ ছিলেন আলিয়া ভাট। তবে এবার সেই সমালোচনার জবাব দিলেন তিনি। কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে অভিনেত্রী প্রশ্ন করেন, কেন ওই সামান্য মুহূর্ত বা তার অভিব্যক্তি নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে?

নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে আলিয়া ভাট বলেন, 'গন গার্ল' সিনেমাটি তিনি প্রায় ১০ বছর আগে দেখেছিলেন। দীর্ঘ সময় আগে দেখা সিনেমার গল্প মনে করতে গিয়েই তার অভিব্যক্তিতে কিছুটা দ্বিধা বা ভাবুক ভাব চলে এসেছিল। বিষয়টি নিয়ে অতিরঞ্জিত কিছু করার উদ্দেশ্য তার ছিল না বলেও জানিয়েছেন আলিয়া ভাট।

নতুন সাজে নজর কাড়লেন কোয়েল মল্লিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক পর্দায় বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকে বারবার নতুনভাবে তুলে ধরেছেন। তবে ক্যামেরার বাইরেও তার রুচিশীল স্টাইল ও সংযত উপস্থিতি ভক্তদের নজর কাড়ে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক ছবিতে তিনি ধরা দিয়েছেন একেবারে নতুন লুকে, যেখানে পোশাক ও উপস্থাপনায় ফুটে উঠেছে পরিণত সৌন্দর্য ও আত্মবিশ্বাস।

ছবিতে তার পরনে দেখা গেছে গাঢ় নীল রঙের শাড়ি-গাউন ধাঁচের একটি পোশাক। এই রঙে রয়েছে রাজকীয় আবহ ও স্থিরতার ছাপ, যা তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই। আলো-আঁধারির পটভূমিতে গাঢ় নীল পোশাকটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং পুরো লুকে তৈরি হয়েছে এক ধরনের পরিশীলিত আবেদন। শাড়ির ঐতিহ্য বজায় রেখেও আধুনিক গাউনের মতো কাঠামো ও নিখুঁত ফিটিং পোশাকটিকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মাত্রা। কাঁধের একপাশ খোলা ডিজাইন লুকে এনেছে সাহসী কিন্তু মার্জিত ছোঁয়া। কোমরের কাছে ড্রেপিংয়ের ভাঁজ শরীরের গড়নকে ফুটিয়ে তুললেও কোথাও বাড়াবাড়ি নেই—সংযমেই ধরা দিয়েছে আকর্ষণ।

অলংকারেও ছিল পরিমিতির ছাপ। গভীর নীল পোশাকের সঙ্গে তিনি বেছে নিয়েছেন রুপালি টোনের গয়না—কানে লম্বা দুল ও হাতে সূক্ষ্ম নকশার ব্রেসলেট। ভারী গয়না এড়িয়ে পোশাককেই রাখা হয়েছে লুকের কেন্দ্রবিন্দুতে।

মেকআপে ছিল সফট গ্ল্যাম স্টাইল। হালকা স্মোকি আই মেকআপ, নিখুঁত আইলাইনার ও নিউড শেডের লিপস্টিক তার লুককে করেছে আরও মার্জিত। ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় রেখেই করা হয়েছে সাজ, যা ক্যামেরার আলোতেও প্রাকৃতিক দেখাচ্ছে।

ছোট করে কাটা ও পেছনে সেট করা চুলের স্টাইল তাকে দিয়েছে আধুনিক ও আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি। এতে মুখের গঠন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং চোখের অভিব্যক্তি হয়েছে আরও তীক্ষ্ণ।

সব মিলিয়ে এই লুকে তিনি শুধু অভিনেত্রী হিসেবেই নয়, বরং এক স্টাইল আইকন হিসেবেও ধরা দিয়েছেন। তার সংযত ভঙ্গি ও স্থির দৃষ্টি ছবিটিকে দিয়েছে এক নীরব অথচ শক্তিশালী আবেদন।

দাম্পত্যে ভাঙনের মাঝেই স্ত্রীকে নিয়ে বিজয়ের পুরোনো মন্তব্য ভাইরাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তামিল সুপারস্টার এবং তামিলনাড়ু ভেট্টি কাজাগাম (টিভিকে) প্রধান থালাপতি বিজয়ের দীর্ঘ ২৫ বছরের দাম্পত্যজীবনে বড়সড় ভাঙন ধরেছে। সম্প্রতি চেন্নাইয়ের চেঙ্গলপট্টু জেলা আদালতে বিজয়ের বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছেন তার স্ত্রী সংগীতা।

পিটিআই সূত্রে খবর, এই আবেদনে বিজয়ের বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সংগীতার দাবি অনুযায়ী, ২০২১ সালে তিনি বিজয়ের জনৈক অভিনেত্রীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা জানতে পারেন, যা তার মনে গভীর যন্ত্রণার সৃষ্টি করে।

অভিযোগ উঠেছে যে, সম্পর্কটি মিটিয়ে ফেলার আশ্বাস দিলেও বিজয় তা বজায় রেখেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত মানসিক নিষ্ঠুরতা এবং সামাজিক অমর্যাদার পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই বিজয়ের পুরোনো একটি সাক্ষাৎকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে। ২০২২ সালে পরিচালক নেলসন দিলীপকুমারের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় বিজয় তার স্ত্রীকে একজন 'কঠোর সমালোচক' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। বিজয়ের বাবা, পরিচালক এসএ চন্দ্রশেখরও একসময় জানিয়েছিলেন যে, বিজয় বাইরের কারোর কথা খুব একটা না শুনলেও সংগীতার মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং সংগীতা সব সময় বিজয়ের কাজের ওপর 'কড়া নজর' রাখতেন। সেই সময়কার সেই প্রশংসাসূচক 'কড়াকড়ি' আজ বিচ্ছেদের আবহে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

আদালতে জমা দেওয়া পিটিশন থেকে জানা গেছে, ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে একাধিকবার আইনি এবং পারিবারিকভাবে আপস-মীমাংসার চেষ্টা করা হলেও কোনো সুরাহা হয়নি। সংগীতা জানিয়েছেন, তাদের বিয়ে এখন কেবল কাগজ-কলমেই সীমাবদ্ধ এবং তা পুনরুদ্ধারের আর কোনো পথ নেই। তিনি স্থাবর সম্পত্তির অধিকার এবং খোরপোশ দাবির পাশাপাশি গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে ক্যামেরার সামনে রুদ্ধদ্বার শুনানির আবেদন জানিয়েছেন।

জানা গেছে, গত দুই বছর ধরেই এই দম্পতি আলাদা থাকছেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৬ সালে এক ভক্ত হিসেবে বিজয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রেমে পড়েছিলেন লন্ডনের শিল্পপতির মেয়ে সংগীতা। ১৯৯৯ সালে ঘটা করে বিয়ে করা এই দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে। দীর্ঘ সময় মিডিয়ার আড়ালে সুখে সংসার করলেও বিজয়ের রাজনৈতিক সফরের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই বিচ্ছেদের খবর দক্ষিণী রাজনীতি ও বিনোদন জগতে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

২০২৬ সালের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি চলাকালীন ব্যক্তিগত জীবনের এই সংকট বিজয়ের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিরাপত্তা শঙ্কায় এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সামরিক উত্তেজনার সরাসরি প্রভাব পড়েছে এশিয়ার ক্লাব ফুটবলে। যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইরানকে ঘিরে সংঘাত ক্রমশ তীব্র হওয়ায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায় এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটের আগামী দুই দিনের সব ম্যাচ স্থগিত করেছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)।

এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এএফসি জানায়, অঞ্চলের পরিবর্তিত পরিস্থিতি তারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, ম্যাচ কর্মকর্তাসহ সমর্থকদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্থগিত হওয়া ম্যাচগুলোর নতুন সূচি পরে ঘোষণা করা হবে।

মূলত সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতারে রাউন্ড অব সিক্সটিনের প্রথম লেগের চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সোমবার কাতারে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন সৌদি আরবের আল-আহলি মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল স্বাগতিক আল-দুহাইলের। একই দিনে আমিরাতে শাবাব আল-আহলি খেলত ইরানের ট্রাক্টর এফসির বিপক্ষে।

মঙ্গলবার নির্ধারিত ছিল আরও দুটি হাইভোল্টেজ লড়াই- কাতারের আল-সাদ বনাম সৌদি আরবের আল-হিলাল এবং আমিরাতের আল-ওয়াহদা বনাম আল-ইত্তিহাদ। তবে নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে ম্যাচগুলো আপাতত মাঠে গড়াচ্ছে না।

শুধু এলিট প্রতিযোগিতাই নয়, এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২–এর কোয়ার্টার ফাইনালের সূচিও বদলে গেছে। কাতারের আল-আহলি ও জর্ডানের আল-হুসেইনের ম্যাচসহ আল-ওয়াসল ও আল-নাসরের লড়াইও স্থগিত করা হয়েছে। তবে পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলের ম্যাচগুলো আগের সূচি অনুযায়ী আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছে এএফসি।

শনিবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ বিমান হামলার পর ইরানের পাল্টা হামলায় পুরো মধ্যপ্রাচ্যে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলার খবরের পর নিরাপত্তা উদ্বেগ বেড়েছে, বন্ধ রয়েছে অঞ্চলের বেশিরভাগ বিমানবন্দরও।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা পাকিস্তানের স্পিনারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত বদলে আবারও জাতীয় দলে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক লেগস্পিনার উসমান কাদির। এক্সে দেওয়া এক বার্তায় সব সংস্করণে জাতীয় দলের জন্য নিজেকে উন্মুক্ত করার কথা জানান তিনি।

৩১ বছর বয়সী এই স্পিনার ২০২৪ সালের ৩ অক্টোবর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেছিলেন। তবে অস্ট্রেলিয়ায় সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স এবং পরিবারের অনুপ্রেরণায় নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন তিনি।

বার্তায় উসমান কাদির বলেন, গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা এবং অস্ট্রেলিয়ায় সফল সময় কাটানোর পর তিনি অবসর প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখানে ৪১ উইকেট নেওয়ার অভিজ্ঞতা তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে এবং বুঝতে পেরেছেন এখনও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবদান রাখার মতো সামর্থ্য রয়েছে।

পারিবারিক ঐতিহ্যের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তার বাবা, পাকিস্তানের কিংবদন্তি স্পিনার আবদুল কাদির–এর অবদান তাকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করেছে বলে জানান উসমান। পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেই দেশের হয়ে আবার খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিনি বলেন, শুরু থেকে কঠোর পরিশ্রম করে আবারও জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করতে চান এবং পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য সর্বোচ্চটা দিতে প্রস্তুত।

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত একটি ওয়ানডে খেলেছেন উসমান কাদির, যেখানে নিয়েছেন একটি উইকেট। টি–টোয়েন্টিতে ২৫ ম্যাচে তার শিকার ৩১ উইকেট। আবারও দলে ফিরতে হলে তাকে নতুন করে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে বলেও উল্লেখ করেন এই লেগস্পিনার।

২০২৩ সালে চীনের হাংজুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে সর্বশেষ পাকিস্তানের জার্সি গায়ে তুলেছিলেন উসমান। সবমিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে একটি ওয়ানডে ও ২৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। যেখানে তার শিকার ৩২ উইকেট। অবসরের আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান জাতীয় দলে জায়গা না পাওয়ার জন্য সাবেক টেকনিক্যাল ডিরেক্টর মোহাম্মদ হাফিজকে দায়ী করেছিলেন উসমান।

এমবাপেকে শতভাগ ফিট দেখতে চান রিয়াল কোচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গোলের জন্য দলের সবচেয়ে বড় ভরসা কিলিয়ান এমবাপের চোট নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেয়নি রিয়াল মাদ্রিদ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সর্বশেষ ম্যাচে এই ফরাসি ফরোয়ার্ডের অনুপস্থিতি নিয়েও নীরব ছিল ক্লাবটি। তবে জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে রিয়ালের কোচ আলভারো আরবেলোয়া জানিয়েছেন, এমবাপের শারীরিক অবস্থা নিয়ে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে দল।

ডিসেম্বরের শুরু থেকে হাঁটুর সমস্যায় ভুগছেন এমবাপে। চোটের কারণে তার পারফরম্যান্সে প্রভাব পড়েছে এবং কয়েকটি ম্যাচ মিসও করেছেন তিনি। আগামী সোমবার লা লিগায় গেতাফের বিপক্ষে মাঠে নামবে রিয়াল। ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে আরবেলোয়া বলেন, ধৈর্য ধরেই এমবাপের পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায় আছেন তারা।

রিয়াল কোচ বলেন,'এমবাপের কী সমস্যা, তা আমরা জানি। আমরা চাই সে এই অস্বস্তি থেকে পুরোপুরি সেরে উঠুক এবং সর্বোচ্চ আত্মবিশ্বাস নিয়ে শতভাগ ফিট হয়ে মাঠে নামুক।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'প্রতিদিনই আমরা তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছি। সে কেমন অনুভব করছে এবং কতটা উন্নতি করছে, সেটিই বিবেচ্য। এই মুহূর্তে ফেরার নির্দিষ্ট সময়সীমা না দেওয়াই ভালো। আমরা চাই সে শতভাগ ফিট হয়ে ফিরুক, আর সেটি নিশ্চিত হলেই তাকে দলে নেওয়া হবে।'

এদিকে, ২৫ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এক ম্যাচ বেশি খেলা বার্সেলোনা ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR